দৈনিক সংবাদ 26

তারিখ ... 2 ... 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... 6 ...

খালেদা জিয়ার আহ্বান

শিশুরা যাতে মেধাবী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া সরকারের কাছে শিশুদের নিরাপত্তা দাবি করে বলেছেন, নিরাপত্তার অভাবে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অভিভাবক ও শিশুদের মধ্যে ছেলেধরা আতঙ্ক বিরাজ করছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ২৯, মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবনে জিয়া শিশু–কিশোর সংগঠনের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন। তিনি সম্প্রতি তুরস্ক সফরে পাওয়া শিশু–কিশোরদের সনদপত্রও বিতরণ করেন। শিশুরা বেগম জিয়াকে তুরস্ক সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত করে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে। সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও বক্তৃতা করেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এই শিশুরা আমাদের সম্পদ, আমাদের ভবিষ্যৎ। বড় হয়ে এরাই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। তারা যাতে মেধাবী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সে জন্যে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুদের প্রতিভা বিকাশে আরো সুযোগ–সুবিধা বাড়াতে হবে।

বেগম জিয়া ধনীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশ গরিব। অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না। তাই ধনীরা শিশুদের প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতা করতে পারেন। তিনি বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন শিশু পার্ক নির্মাণ করেন তখন বড় বড় দল নানা সমালোচনা করেছে। এটা ঠিক নয়। বরং শরীর ও মন গঠনে শিশুদের জন্য আরো অনেক কিছু করা দরকার। সারাদেশের শিশুদের এক জায়গায় সমবেত করা ও তাদের প্রতিভা বিকাশে জিয়াউর রহমান শিশু একাডেমি গড়ে তুলেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বেগম জিয়া বলেন, বিগত বিএনপি সরকারের সময় শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এখন গম ও চাল নিয়ে নানা অনিয়ম–দুর্নীতির কথা শুনতে পাচ্ছি। সরকারের এ ব্যাপারে নজর দেয়া উচিত।

বেগম জিয়া বলেন, অনেক দেশ আছে, যেদেশের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। সেদিক দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাগ্যবান। তিনি সবাইকে লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা চাই প্রতিটি ছেলেমেয়ে পূর্ণ শিক্ষালাভ করুক, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হোক। শিশুদের শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোরও তিনি দাবি জানান। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষের তো বটেই, শিশুদেরও নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে ডাঃ ফজলুল কবির, আখতারুজ্জামান, এহসানুল কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।